কিশোর অ্যাডভেঞ্চার

নাথু দ্য গ্রেট

নীলকণ্ঠ জয়

কিশোর অ্যাডভেঞ্চার

নাথু দ্য গ্রেট

নীলকণ্ঠ জয়

জলছবি প্রকাশন

নাথু দ্য গ্রেট

নীলকণ্ঠ জয়

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-93262-0-5

মূল্য : ২০০ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
নবী হোসেন

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.com

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

.....

Nathu The Great, Writen by **Nilkontha Joy**
Published in Ekushye Biomela-2019 by AKM Nasiruddin Ahmed,
Jalchhabi Prokashon, Dhaka 1000
Price Taka 200.00

উৎসর্গ

বাবা ও মা'কে;
যাঁদের চোখে আমি আজও মানুষ হতে বাকি।

আমার সন্তানকে;
যার জন্য আমাকে মানুষ হতেই হবে।

আমার স্ত্রীকে;
আমার বাউণ্ডুলে মনটা যেখানে বাঁধা।

আমার ছোট বোনকে;
যে আমাকে সর্বদা অনুপ্রেরণা যোগায়।

কাঁসার নামফলক

‘এবারের পূজায় কী উপহার দেবে দাদাবাবু?’ নাথুর হঠাৎ এমন প্রশ্নের উত্তর কী দেবো–বুঝতে পারছিলাম না। কিছু একটা ভাবছিলাম হয়তো। আমাকে চুপ থাকতে দেখে নাথু আবারও প্রশ্ন করলো—‘এবারও বুঝি ধূতি-পাঞ্জাবী দেবে?’ মিথ্যা হলেও ওকে সান্ত্বনা দিলাম। তবুও নাথু অভিমান করে বললো, ‘তবে এবার যদি তোমার উপহার না পাই, মণ্ডপেই যাবো না, পণ করলাম!’

এই হলো নাথুদা—আমাদের গ্রামের নাথু মণ্ডল। আশির ঘূর্ণিঝড়ে বাবা-মা হারানো এক অসহায় কিশোর। এরপর ঠাকুরমার কাছে আশ্রয় তার। বুড়িও বেশিদিন টেকেনি। ওর বয়স যখন ছয়, ঠাকুরমা মারা গেলে একূল-ওকূল দুকূল হারায় নাথু। গ্রামের অনেকেই নাথুদাকে ‘নাথুপাগলা’ বলে ডাকতে শুনেছি। নাথু পাগল হোক, আর যা হোক—একেবারে তো আর অকাট মুর্খ নয়!

ঠাকুরমা বেঁচে থাকতে কানু মাস্টারের কাছে কিছুটা লিখতে-পড়তেও শিখেছিল নাথু।

বয়সের পার্থক্য জানি না, তবে ওকে আমি নাথুদা বলে ডাকি। গ্রামের সবাই বলে 'নাথুপাগলা'। আমার দৃষ্টিতে নাথু মূর্খ তো নয়ই, বরং সে আমার কাছে হিরো, দ্য-সুপার হিরো। কেউ ওকে পছন্দ করুক বা না-করুক, আমি ওর ভক্ত; অন্ধ ভক্ত বললেও অত্যুক্তি হবে না। নাথুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অন্যরকম—দশজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাথু সবাইকে লাঠি নিয়ে তাড়া করলেও, আমার জন্য সে নিজের মাথা ফাটাতেও প্রস্তুত। নাথু আমাকে বলেছে, 'দাদাবাবু, তুমি আমাকে 'তুই' করে ডাকলে খুব আপন মনে হয়।' সেই থেকে ওকে তুই করেই ডাকি। নাথুর জন্যই গ্রামের অনেকেই আড়ালে-আবডালে আমাকে 'সেকেন্ড নাথু' বলে ডাকে। তাতে অবশ্য আমার কখনোই কিছুই যায়-আসে না। দুর্জনের কথা কখনও সম্মানহানিকর বলে মনে হয় না আমার।

নাথুদার ভক্ত হওয়ার অনেক কারণই আছে। বিশেষ করে ওর জীবনের অ্যাডভেঞ্চারগুলো আমাকে বেশ টানে। তারচেয়েও বেশি ভালো লাগে ওর জীবনদর্শন। প্রায় অশিক্ষিত এই ছেলেটি সমাজের নানা অসঙ্গতির কথা তুলে ধরতে পারে অনায়াসে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ওর অনুমান কোনদিন মিথ্যে হয়নি। ওকে আমার কখনো দার্শনিক, কখনো-বা পণ্ডিত বলে মনে হয়।

এক নির্বাচনের সময়কার কথা। ভোটের দিন হঠাৎ করে ওর পাগলামিটা বেড়ে গেলো। অনেক বুঝালাম, শুনলো না। আমাকে বললো, 'দাদাবাবু, ইলেকশনে সোহরাব জিতে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!' নাথু সবাইকে বলে বেড়ালো, 'কানু মাস্টারকে ভোট না দিলে পিটিয়ে সবাইকে মাঠছাড়া করবো।' বিশৃঙ্খলার দায়ে ওকে চৌরাস্তায় কাঁঠাল গাছের সাথে বেঁধে পেটানো হলো!

কানু মাস্টার নির্বাচনে হেরে গেলেন। সোহরাব চেয়ারম্যানের লোকেরা এক মাসের মাথায় বুঝিয়ে দিলো নাথুই ঠিক ছিলো। হঠাৎ

বন্যায় গ্রামের পর গ্রাম ডুবে গেলো, নানাদিক থেকে সাহায্যও এলো। কিন্তু গ্রামের মানুষ না খেয়ে থাকলেও একবারও ফিরে তাকালো না চেয়ারম্যান। সব ত্রাণ নিজের গোলায় ভরলো। অন্যদিকে কানু মাস্টার দৌড়ঝাঁপ করে সামান্য কিছু হলেও সাহায্য আনতে পেরেছিলো। ওইটুকুই ছিলো সকলের সান্ত্বনা। সেবার দেখেছিলাম দেবদূত হয়ে সবার ঘরে ঘরে ত্রাণের সাহায্যটুকু কীভাবে পৌঁছে দিয়েছিলো নাথু।

সেদিন যারা নাথুকে পেটানোয় অংশ নিয়েছিলো, পাশবিক উল্লাশে মেতেছিলো, তাদের অনেকেই নিজেরা নিজেদের শাপ দিয়েছিলো। আফসোস করে অনেককেই বলতে শুনেছি, 'হায়রে, নাথুই ঠিক ছিলো!'

বিপদ কাটলে কে-কার কথা মনে রাখে? নাথু পাগল সবার চোখে পাগলই রয়ে গেলো।

দুই

হঠাৎ মাসখানেকের জন্য উধাও হয়ে গেলো নাথুদা। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। বছরে বারদুয়েক এরকম হারিয়ে যায়, আবার ফিরেও আসে। আমি অপেক্ষায় থাকি কখন ফিরবে, কখন ফিরবে... ফিরলেই নানা ধরনের রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে পারবো ওর কাছ থেকে।

সেদিন মাছ ধরতে যাচ্ছিলাম শিবনগরের বড়বিলে। হঠাৎ শুনতে পেলাম নাথুর কণ্ঠ। 'দাদাবাবু, দাঁড়াও–দাঁড়াও দাদাবাবু...।'

নাথু হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'মাছ ধরতে বেরুলে বুঝি?'

কী আর উত্তর দেবো! ওর নতুন সাজপোশাক দেখে থ' হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। এ কোন নাথুকে দেখছি! এ যে পুরোদস্তুর সাহেব সেজেছে নাথু। ওর পরনে গাঢ় নীল রঙের ফেড জিন্সের প্যান্ট। আকাশী রঙের হাফসার্ট, সামনের একটি বোতাম খোলা। মাথার চুল উস্কুখুস্ক–ছবির নায়কের মতো। বাঁ-হাতে রূপোলি

ব্রেসলেট! অদ্ভুত দুটি চোখে কি অসামান্য দ্যুতি নাথুর! নাথু দ্য গ্রেট-নাথু দ্য গেট, এই হলো আমাদের নাথুদা!

'ও, আমাকে দেখে অবাক হচ্ছো বুঝি? সব বলবো। ক্ষুধা লেগেছে খুব। মুড়িটুড়ি কিছু থাকলে বের করো।'

আমি কোঁচা খুলে মুড়ি আর গুড় বের করে দিলাম।

আমার নীরবতা দেখে বললো, 'চলো, মাছ ধরতে-ধরতে বলবো সব।'

এরপর নানাপ্রশ্ন নাথুর–'ওমুক কেমন আছে?, তমুক কেমন আছে?, কানু কাকা এবারও কি ইলেকশন করবে?, পুঁটির মুরগির অসুখ কি সেরেছে?...ইত্যাদি?' সবাইকে নিয়ে ওর চিন্তা থাকলেও ওকে নিয়ে কখনও কারো মাথাব্যথা নেই। ও খেলো কি খেলো না, কেউ খোঁজই রাখে না।

ছিপদুটো ফেলে গাছের ছায়ায় বসলাম দুজন। গল্প শোনার জন্য অস্থির হয়ে আছি বুঝতে পেরেই নাথু বললো, 'শোন তাহলে, এবার গেছিলাম এগারো শিব মন্দিরে। নাম শুনেছো তো?'

আমি মাথা নাড়িয়ে 'না' উত্তর করলাম।

'আরে ওই যে চড়কমেলা হয় বড় করে! ভাঁটপাড়া হাটে যাও না? ওদিকটায়।'

মনে পড়ে গেলো চড়ক পূজার কথা শুনে।

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কিন্তু ওখানে কেন?'—উৎসুক প্রশ্ন করলাম। কারণ কয়েকজন পুরোহিত ছাড়া আর কেউ থাকে না বন-জঙ্গলঘেরা ওই এলাকায়।

'রাজা প্রতাপাদিত্যের নাম শুনেছো তো নিশ্চয়? তাঁরই উত্তরসূরী রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের মেয়ে অভয়া স্বামীহারা হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন শিব ঠাকুরের আরাধনা করে বাকি জীবন পার করে দেবেন। তখন রাজা বাধ্য হয়ে এগারোটি শিব মন্দির গড়ে দিয়েছিলেন মেয়ের জন্য। রাজার মেয়ে সেই মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যা পূজা দিতেন। অভয়ার নাম

দিকেদিকে ছড়িয়ে পড়ায় এলাকার নাম হলো অভয়ানগর। আর ওই যে ভাঁটপাড়ায় হাট বসে সোমবার আর শুক্রবার, এই ভাঁটপাড়ার নামও হয়েছে তার জন্য। তখন ওই অঞ্চলে জংলী ভাঁটফুল জন্মাতো প্রচুর। শুনেছি ওই ফুল দিয়েই পূজার ডালি সাজাতেন রাজকন্যা অভয়া। সেই থেকে নাম হয়েছে ভাঁটপাড়া।'

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম এক অজানা ইতিহাস।

'তারপর...?'

'তারপর আর কী! ইংরেজ আমলে মন্দিরের কাছেই ঘাটি গেড়েছিলেন ব্রিটিশরা। এখন যে থানা অফিস দেখো, ওইখানেই ছিলো ওদের ঘাটি।'

প্রসঙ্গ বদলে ছিপদুটোর দিকে তাকিয়ে বললো, 'শোন দাদাবাবু, তোমার আজকে মাছ উঠবে না একটাও। মাছ ধরতে মন দিতে হয়, তুমি সিদ্ধান্ত নাও মাছ ধরবে, নাকি গল্প শুনবে?'

আমি একটু সন্দেহ ভরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, তুই যা বলছিস, তা সত্যি তো?'

এবার আর পায় কে! কপোট রাগ দেখিয়ে নাথু বললো—দাদাবাবু, তোমার সঙ্গে মিথ্যে বলা যায় না। থাক, তুমি মাছ ধরো।'

পাগলাটা বেশ রাগ করেছে ভেবে উৎসাহ বাড়াতেই বললাম, 'আরে আমি তোর গল্পের জন্য পাগল হয়ে থাকি বলেই তো এমন করে বললাম, নে, জলদি শুরু কর।'

এবার হাসিমুখে আবার শুরু করলো, 'তাহলে একটা কথাও বলবে না, শুধু শুনবে।'

নাথু বলতে শুরু করলো—'আমি গেছিলাম অন্য কাজে। তুমি তো জানো, কানু মাস্টার মানে কানু কাকা ভীষণ বিদ্বান লোক। একদিন ওনার কাচারি ঘরে বসে একটা গল্প শুনেছিলাম। গল্পটার মূলকথা হলো ব্রিটিশরা যে দালানটায় থাকতো, সেই দালানবাড়িটা এখনকার থানার

পেছনের যে বাগান, ওই বাগানে ছিলো। আর ওই দালানবাড়িটাই রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের রাজবাড়ি। ভূমিকম্পে মাটির নিচে বসে গেছিলো নাকি দেশ স্বাধীনের আগেই। কাকা বলেছিলো, মাটি খুঁড়লে ঐতিহাসিক দালানঘরটা পাওয়া যাবে নিশ্চিত। আমি গিয়েছিলাম ওইটারই খোঁজে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে।'

'বলিস কী! পেয়েছিস?' আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো।

'সেই কথাই তো বলছি। এই মাসখানেক ধরে সেই কাজটাই করেছি। বাকিটা বলছি শোনো...।'

তিন

নাথুদা আবার শুরু করলো, 'যেদিন চলে গেলাম, সেদিন যাওয়ার আগে কানু কাকার কাছে গিয়েছিলাম আরেকবার। কাকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাকা সত্যি পাবো তো? কাকা বললো, আরে পাগল আমি ইতিহাস জানি বলেই তোকে গল্পটি বলেছিলাম। সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোর-খুলনার ইতিহাস বইটি পড়ে এই তথ্য পেয়েছিলাম। কিন্তু তুই কি পাগলামো শুরু করবি নাকি আবার, নাথু? কাকার সন্দেহ হওয়ায় কথা ঘুরিয়ে বললাম, কাকা, আসলে আমার খুব জানার ইচ্ছে ছিলো। মনটাকে ইচ্ছে করলেও সামলাতে পারছিলাম না। এজন্য ছুটে এলাম। আরো অনেক কিছু আছে, তাই না? কাকা এবার পানটা মুখে নিয়ে আরো অনেক অজানা তথ্য দিলো। সেগুলো খুব কাজে লেগেছিলো।'

আসল ঘটনা শোনার জন্য অস্থির হয়েছিলাম আমি। এজন্য চেপে ধরলাম, 'আরে আসল ঘটনা বল আগে।'

'তোমাকে না বলেছি, কথা বলবা না।' খিটমিটিয়ে উঠল নাথুদা, 'তবে শোনো বলছি, আর কথা বলবে না কিন্তু।'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম।